মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র উদ্যোগে লিফলেট বিতরণ

মেহেরপুরে জেলা বিএনপি’র সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসানের নেতৃত্বে লিফলেট বিতরণের আয়োজন করা হয়েছে।
শনিবার সকালে মেহেরপুরের কাথুলী রোড থেকে এই লিফলেট বিতরণ শুরু করে কোর্ট মোড়ে গিয়ে শেষ হয়।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম আহবায়ক আমিরুল ইসলাম, মেহেরপুর জেলা বিএনপির যুগ্ম আহবায়ক ফয়েজ মোহাম্মদ।
অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাবেক সিনিয়ার সহ-সভাপতি ইলিয়াস হোসেন, জেলা বিএনপি সাবেক সহ-সভাপতি আলমগীর খান ছাতু, জেলা বিএনপি’র সাবেক সহ-সভাপতি আনছা-উল -হক, সাবেক সহ সভাপতি হাফিজুর রহমান হাফি, জেলা বিএনপি’র সাবেক সহ-সভাপতি মীর ফারুক, সাবেক সহ-সভাপতি ওমর ফারুক লিটন, পাবলিক প্রসিকিউটর জেলা ও দায়রা জজ আদালত আবু সালেহ মোহাম্মদ নাসিম, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক রুমানা আহমেদ, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী মিজান মেনন, সাবেক সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক রেজাউল করিম জেলা জাসাসের সদস্য সচিব বাকাবিল্লাহ, জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাউসার আলী, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক আজমল হোসেন মিন্টু, সাবেক পৌর সাধারণ সম্পাদক আলমগীর হোসেন, জেলা যুবদলের সহ সভাপতি আনিসুল হক লাভলু, সদর থানা যুবদলের সাবেক সভাপতি হাসিবুজ্জামান স্বপ্নন, জেলা জেলা ছাত্রদলের সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি অ্যাডভোকেট মীর আলমগীর ইকবাল (আলম), জেলা যুবদলের আইন বিষয়ক সম্পাদক অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনা, জেলা ছাত্রদলের সাবেক সহ-সভাপতি ফিরোজুর রহমান, জেলা যুবদলের সদস্য মেহেদী হাসান রোলেক্স, জেলা জিয়া মঞ্চের সদস্য সচিব মনিরুল ইসলাম মনি, জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি নাহিদ মাহবুব সানি, আব্দুল লতিফ, মোশিউল আলম দিপু, নাহিদ আহম্মেদ, ইসমাইল শাহ, দবির, জনি,সহ জেলা বিএনপি’র অঙ্গসংগঠনের বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ ও সাধারণ মানুষেরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ৫

মেহেরপুরে ২৪ ঘন্টার অভিযানে বিভিন্ন মামলার ৫ জন আসামিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। শুক্রবার সকাল থেকে আজ শনিবার (৪ জানুয়ারি) ভোররাত পর্যন্ত মেহেরপুর সদর গাংনী ও গাংনী থানা পুলিশ তাদের গ্রেফতার করেন।

গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে গাংনী থানা পুলিশ একটি হত্যা মামলার ৩ আসামি ও সদর থানা পুলিশের পৃথক অভিযানে মাদক মামলায় ১ জন ও পুরাতন মামলার ১ আসামিকে গ্রেফতার করেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল ও সদর থানারর ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেজবাহ উদ্দীন গ্রেফতার অভিযানে নেতৃত্ব দেন।

মেহেরপুর পুলিশ সুপারের কন্ট্রোলরুম এই তথ্য নিশ্চিত করেন। আজ শনিবার বেলা ১১ টার দিকে গ্রেফতারকৃতদের আদালতে নেওয়া হবে বলে জানান এই সূত্রটি।

মেহেরপুর পৌর গোল্ড কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়নদের সংবর্ধনা

মেহেরপুর পৌর গোল্ড কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট ২০২৪-এর চ্যাম্পিয়নদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শুক্রবার (৩ই জানুয়ারি) রাত সাতটার দিকে মেহেরপুর পৌরসভা ৯ নং ওয়ার্ডের এলাকাবাসীর আয়োজনে এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর পৌর যুবদলের আহবায়ক সামিউল ইসলাম লিজনের সভাপতিত্বে

প্রধান হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস।

মেহেরপুর জেলা যুবদলের সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক ইমতিয়াজ হক সুমনের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদ, সমাজসেবক খাদেমুল হক, মেহেরপুর পৌরসভা ৯ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি কাইজার শেখ, জেলা শ্রমিকদলের সদস্য সাহেব আলী।

এ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর পৌরসভা ১নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মীর জাহাঙ্গীর, পৌর যুবদলের সদস্য রাকিবুল ইসলাম রিপন প্রমুখ।

গাংনীর যুবদল নেতা আলমগীর হত্যার তিন আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুরের গাংনীতে চাঞ্চল্যকর ওয়ার্ড যুবদল নেতা হত্যার ও ২৪ ঘন্টার মধ্যে ক্লু উদ্ঘাটন ও তিন ঘাতককে গ্রেফতার করেছে র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন-১২ ক্রাইম প্রিভেনশন কোম্পানী-৩ মেহেরপুর ক্যাম্প।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন, গাংনী পৌরসভা চৌগাছা গ্রামের রইচ উদ্দীনের ছেলে ঘড়ি ব্যবসায়ী মোঃ রবিউল ইসলাম ওরফে বিপ্লব (৩৬), গাংনী উপজেলার বাঁশবাড়িয়া গ্রামের পশ্চিমপাড়া এলাকার আব্দুল আওয়ালের ছেলে মফিকুল ইসলাম (৩৯) ও কোদাইলকাটি গ্রামের জামাত আলীরর ছেলে আলমগীরর হোসেন (৪০)।

গত বৃহস্পতিবার (২ জানুয়ারি) সন্ধ্যার দিকে গাংনী থানা মোড় এলাকার সিদ্দিক ওয়াস দোকানের সামনে থেকে বিপ্লব হোসেনকে, গাংনী কাঁচাবাজার এলাকা থেকে রাত ৯ টার দিকে মফিকুল ইসলামকে এবং রাত ১০ টার দিকে আলমগীর হোসেনকে কোদাইলকাটি গ্রামের একটি চায়ের দোকান থেকে গ্রেফতার করে র্যাব।

র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-১২) সিপিসি-৩, মেহেরপুর

ক্যাম্পের কোম্পানী কমান্ডার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আশরাফউল্লাহ, পিপিএম আজ শুক্রবার বেলা ১২ টার সময় সাংবাদিকদের প্রেস রিলিজ দিয়ে এই তথ্য নিশ্চিত করেন।

র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-১২) কোম্পানী কমান্ডার আশরাফউল্লাহ, পিপিএম বলেন, পাওনা টাকাকে কেন্দ্রকে পূর্বপরিকল্পনা মতে গাংনী পৌর যুবদলের ওয়ার্ড সভাপতি (বাঁশবাড়িয়া) আলমগীর হোসেনকে দা দিয়ে কুপিয়ে ও গলা কেটে হত্যা করে বলে তারা স্বীকার করেছেন। এই হত্যাকান্ডের সাথে ৫ জন অংশ নিয়েছে বলেও জানান তারা।

র্যাব কমান্ডার জানান, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ঘাতকরা জানায় ভিকটিম আলমগীর হোসেনের কাছে একই এলাকার আসামি মোঃ মফিকুল ইসলামের ২ লক্ষ টাকা পাওনা ছিল। প্রায় ৪ বছর আগে আলমগীর হোসেন ঘাতক মফিকুলের কাছ থেকে এই টাকা ধার নেন। পরে নিহত ভিকটিম মোঃ আলমগীর হোসেন প্রায় দেড় বছর আগে সংযুক্ত আরব আমিরাতে (দুবাই) চলে যান। প্রায় ২ মাস পূর্বে ভিকটিম দেশে ফেরত আসেন। সে বাড়ি ফিরে আসার পর মফিকুল ইসলাম তার কাছ থেকে পাওয়ান টাকা পাওয়ার জন্য একাধিকবার যোগাযোগ করেন। কিন্তু সে টাকা না দিয়ে নানা ধরনের টালবাহানা শুরু করে। তাদের টাকা লেন দেনের বিষয়টি শুরু থেকেই আসামি মফিকুল তার বন্ধু অপর ঘাতক বিপ্লব জানতেন। আসামি বিপ্লব হোসেন ও আসামী আলমগীর একাধিকবার ভিকটিমের কাছ থেকে আসামী মফিকুলের টাকা উদ্ধারের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। গত তিন দিন আগে আসামি মফিকুলের সাথে আলমগীর হোসেনের টাকা দেওয়া নিয়ে কথা কাটাকাটি হয়। আর তখন থেকেই আসামিরা ভিকটিমকে হত্যার পরিকল্পনা করেন।

পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী ঘটনার দুই দিন আগে ঘটনাকে ভিন্নখাতে নিতে (পরকীয়া) রুপ দেওয়ার জন্য আসামি বিপ্লব তার ঘড়ির দোকানে বসে নিজ হাতে একটি চিরকুট লেখে। যা আলমগীর হোসেনকে হত্যার পর লাশের নিকট সেই চিরকুট রেখে আসে আসামিরা। গত ১ জানুয়ারি ঘটনার দিন বিকালে আসামি বিপ্লবের দোকানে ভিকটিম আলমগীর হোসেন যায় এবং তার সাথে আড্ডা দেয়। কয়েকদিন পূর্বে নিহত যুবদল নেতা আলমগীর হোসেন ঘাতক বিপ্লবের নিকট থেকেও টাকা ধার চেয়েছিলেন। বিপ্লব হোসেন ভিকটিমকে টাকা ধার দেওয়ার কথা বলে গত ১ জানুয়ারি সন্ধ্যার দিকে (আনুমানিক সাড়ে ৬ টার দিকে) নিজ বাসায় নিয়ে যায়। পরে অপর আসামি মফিকুল ইসলাম তার মোটরসাইকেলে চড়ে অপর আসামি বিপ্লব হোসেন ও ভিকটিম আলমগীর হোসেন গাংনী উপজেলার মড়কা বাজারে যায়।

সেখানেই অবস্থান করছিল আসামি আলমগীর ও তার অন্যান্য সঙ্গীরা। পরে আলাদা একটি মোটরসাইকেলে করে ভিকটিমসহ পাঁচজন ঘটনাস্থলে যায়।

সেখানে আসামিরা মফিকুলের নিকট থেকে নেওয়া ধারের টাকা কেন ফেরত দিচ্ছে না এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে। এক পর্যায়ে তাদের মধ্যে কথা কাটাকাটি শুরু হয়। পরে আসামি আলমগীর হোসেন দা দিয়ে ভিকটিমের মাথায় আঘাত করে এবং সবাই মিলে ভিকটিমের মুখ ও হাত পা বেঁধে ফেলে। পরে পাঁচজন মিলে আলমগীর হোসেনকে দা দিয়ে জবাই করে। ফেরার পথে ঘটনাস্থল থেকে আনুমানিক ৪ কিলোমিটার দূরে রাস্তার ঢালে হত্যার কাজে ব্যবহৃত দা’ টি ফেলে আসেন বলে আসামী বিপ্লব হোসেন স্বীকার করে।

উল্লেখ্য, গত ২ জানুয়ারি গাংনী উপজেলার বাঁশবাড়িয়া গ্রামের উত্তরপাড়া এলাকার মঈন উদ্দীনের ছেলে ওয়ার্ড যুবদলের সভাপতি আলমগীর হোসেনের (৩৮) গলাকাটা মরদেহ সহড়াবাড়িয়া ইছাখালি মাঠের পাশে থেকে উদ্ধার করে পুলিশ।

মেহেরপুরের শ্যামপুর ইউনিয়নে বিএনপি’র ঐতিহাসিক জনসভা

মেহেরপুর সদর উপজেলার শ্যামপুর ইউনিয়ন বিএনপির উদ্যোগে ঐতিহাসিক জনসভার আয়োজন করা হয়। বৃহস্পতিবার বিকেলে শ্যামপুর ক্লাব বাজারে এই ঐতিহাসিক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।

শ্যামপুর ইউনিয়ন বিএনপির অন্যতম নেতা মোফাজ্জেল হোসেনের সভাপতিত্বে মেহেরপুর জেলা বিএনপির আহবায়ক জাভেদ মাসুদ মিল্টন বলেন এই বিএনপি আপনাদের বিএনপি, জনগণের বিএনপি, জাভেদ মাসুদ মিলটনের বিএনপি নয়, সুতরাং আপনাদের সিদ্ধান্ত আপনাদের কেই নিতে হবে, আগামী দিনের বিএনপি কিভাবে চলবে মেহেরপুর জেলাতে, আজকে আপনাদের সামনে আমি বার্তা দিতে এসেছি, আমি আপনাদের সামনে প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেলাম জননেতা জনাব তারেক রহমান যে আস্থা এবং বিশ্বাস নিয়ে আমাদেরকে আপনাদের সামনে পাঠিয়েছে আমি প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেলাম সেই আস্থার বিন্দুমাত্র ব্যত্যয় ঘটবে না । গ্রাম থেকে

শুরু করে জেলা পর্যন্ত প্রত্যেকটি নেতা নির্বাচন করবেন আপনারা।

এ সময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান ও যুগ্ম আহবায়ক ফয়েজ মোহাম্মদ।

অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাবেক সিনিয়ার সহ-সভাপতি ইলিয়াস হোসেন, সাবেক সহ-সভাপতি আলমগীর খান ছাতু, সহ-সভাপতি আনছা-উল -হক, হাফিজুর রহমান হাফি, ওমর ফারুক লিটন, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক রুমানা আহমেদ, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী মিজান মেনন, জেলা জাসাসের সদস্য সচিব বাকাবিল্লাহ, জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাউসার আলী, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক আজমল হোসেন মিন্টু, জেলা যুবদলের সহ সভাপতি আনিসুল হক লাভলু, জেলা যুবদলের সাংগঠনিক সম্পাদক আসাদুল হক, জেলা ছাত্রদলের সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি অ্যাডভোকেট মীর আলমগীর ইকবাল (আলম), জেলা যুবদলের আইন বিষয়ক সম্পাদক অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনা, জেলা ছাত্রদলের সাবেক সহ-সভাপতি ফিরোজুর রহমান, জেলা যুবদলের সদস্য মেহেদী হাসান রোলেক্স, জেলা জিয়া মঞ্চের সদস্য সচিব মনিরুল ইসলাম মনি, জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি নাহিদ মাহবুব সানি, আব্দুল লতিফ, মোশিউল আলম দিপু, নাহিদ আহম্মেদ সহ জেলা বিএনপি’র অঙ্গসংগঠনের বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ ও সাধারণ মানুষেরা উপস্থিত ছিলেন।

ঐতিহাসিক জনসভায় সঞ্চালনা করেন মেহেরপুর সদর উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব ইলিয়াস হোসেন, এ সময় স্বাগত বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর সদর উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহবায়ক সহিদুল ইসলাম।

মেহেরপুর সদর উপজেলার শ্যামপুর ইউনিয়ন বিএনপির উদ্যোগে ঐতিহাসিক জনসভায় শ্যামপুর ইউনিয়ন বিএনপির নেতা আব্দুল হাশেমের নেতৃত্বে বিশাল একটা মিছিল নিয়ে উপস্থিত হন।

মুজিবনগরে আলম হত্যা মামলার

বাদিসহ ৪ জন আটক

মুজিবনগর উপজেলার তারানগর গ্রামের চাঞ্চল্যকর আলমগীর হোসেন (আলম) হত্যা মামলার সন্দেহভাজন বাদিসহ চারজনকে আটক করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ।

দীর্ঘ তিন মাস ধরে হত্যা মামলাটি তদন্তকালে পুলিশ তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় তারানগর গ্রামের সেকের শেখ এর ছেলে হামিদুল শেখ (৩১),শাহবুদ্দীন মন্ডলের মেয়ে এবং আলমগীর হোসেন(আলম) এর স্ত্রী ও আলম হত্যা মামলার বাদি বেদেনা খাতুন(৩৭), আব্দুর রহমান এর ছেলে মিন্টু ধুলো পেটু (৪০) এবং আলম এর শাশুড়ি শাহবুদ্দীন এর স্ত্রী শাহিনুর বেগম (৫৫)। বুধবার দিবাগত রাত্রে তাদের বাড়িতে অভিযান পরিচালনা করে তাদের আটক করা হয়।

মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্য (ওসি) মিজানুর রহমান জানান, তিন মাস ধরে মামলাটি নিয়ে পুলিশ গভীরভাবে তদন্ত করে তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় আটককৃতদের সম্পৃক্ততা খুঁজে পাই বুধবার দিবাগত রাতে তাদেরকে আটক করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসা বাদে তারা পরস্পর যোগসাজসে হত্যার কথা স্বীকার করে এবং আদালতে ১৬৪ ধারায় নিজেদের দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী প্রদান করতে ইচ্ছা প্রকাশ করে।

বৃহস্পতিবার সকালে তাদেরকে বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করা হয়। বিজ্ঞ আদালতে ৩ জন ১৬৪ ধারায় হত্যার সাথে সম্পৃক্ততার স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী প্রদান করে। এসময় তাদেরকে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়।

উল্লেখ্য, গত ৯ আগষ্ট দিবাগত রাত্রে মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়নের তারানগর গ্রামের আগবত আলীর মেজ ছেলে আলমগীর হোসেন আলম
(৪৪) কে নিজ ঘরে ঘুমন্ত অবস্থায় কুপিয়ে হত্যা করে দুর্বৃত্তরা। ১০ই আগষ্ট হত্যার শিকার আলমের স্ত্রী মুজিবনগর থানায় ৩০২/৩৪(বাংলাদেশ পেনাল কোডে) ধারায় অজ্ঞাতনামা আসামি করে মামলা দায়ের করে যার মামলা নম্বর -২।

মেহেরপুরে ছাত্রদলের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র্যালি

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের ৪৬ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে মেহেরপুরে বর্ণাঢ্য র্যালি করেছে জেলা ছাত্রদল।

আজ বৃহস্পতিবার বিকাল ৪টার দিকে জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাভেদ সেনজিরের নেতৃত্বে শহরের কাথুলি বাস স্ট্যান্ড এলাকা থেকে একটি র্যালি বের করা হয়। র্যালিটি প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে কোর্ট মোড়ে গিয়ে শেষ হয়।

র্যালিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন।

এছাড়াও এসময় জেলা বিএনপি’র যুগ্ম আহ্বায়ক ও পৌর বিএনপি’র সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, জেলা ছাত্রদলের সিনিয়র সহ-সভাপতি আলমগীর হোসেন চাঁদ, সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক রাশিদুল ইসলাম রাজন, দপ্তর সম্পাদক লিজন আলী, পৌর ছাত্রদলের আহ্বায়ক তৌফিক এলাহী, সদস্য সচিব জারজিস ইউসুফ রৌমিক, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আবু হাসনাত আফরোজ, সাবেক ছাত্রনেতা আহমেদ রাজিব খানসহ জেলা ছাত্রদলের নেতৃবৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে যুবদল নেতা হত্যার জড়িতদের গ্রেপ্তারের ২৪ ঘণ্টার আল্টিমেটাম

২৪ ঘন্টার মধ্যে যুবদল নেতা হত্যার ক্লু উদ্ধার ও আসামিদের গ্রেফতারের দাবি জানিয়ে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সমাবেশ করেছে বিএনপি ও যুবদল।

বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে গাংনী উপজেলা শহরের বড়বাজার এলাকায় টায়ার জালিয়ে এই সমাবেশ করেন তারা।
এসময় কিছুক্ষণের জন্য মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাউছার আলীর সঞ্চালনায় এসময় বক্তব্য রাখেন, জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আওয়াল, গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি রেজাউল হক, জেলা যুবদলের সিনিয়র সহসভাপতি আব্দাল হক, গাংনী পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মকবুল হোসেন মেঘলা।
এছাড়াও পৌর যুবদলের আহবায়ক সাইদুল ইসলাম, সদস্য সচীব এনামুল হক, যুবদল নেতা আব্দুল গাফফারসহ বিএনপি, যুবদল, ছাত্রদলের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বক্তরা বলেন, আগামী ২৪ ঘন্টার মধ্যে যুবদল নেতা আলমগীর হোসেনের হত্যার ক্লু উদ্ধার ও ঘাতকদের গ্রেফতার করে আইনের আওতায় আনতে হবে। যুবদলের নেতা হত্যার সাথে জড়িতদের গ্রেফতারে ২৪ ঘন্টা পার হলে বিএনপি ও যুবদলের নেতাকর্মীরা ঘাতকদের ধরে শাস্তির ব্যবস্থা করবে।

এসময় মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের গাংনী উপজেলা শহরের বড়বাজার এলাকায় টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ করেন তারা। এর আগে জেলা বিএনপির আহবায়ক জাভেদ মাসুদ মিল্টন নিহত যুবদল নেতার মরদেহ দেখে একই দাবী জানান।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে গাংনী পৌর যুবদলের এক নম্বর বাঁশবাড়িয়া ওয়ার্ড যুবদল সভাপতি আলমগীর হোসেনের গলাকাটা লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। এরপরপরই এই কর্মসূচি পালন করে বিএনপি ও যুবদল।

মুজিবনগরে জাতীয় সমাজসেবা দিবস

উদযাপন

“নেই পাশে কেউ যার, সমাজসেবা আছে তার” এই প্রতিপাদ্যে মুজিবনগরে বর্ণাঢ্য র্যালি ও ওয়াকাথনের মধ্য দিয়ে জাতীয় সমাজসেবা দিবস উদযাপিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকালে মুজিবনগর উপজেলা সমাজসেবা অফিসার মাহমুদুল হাসানের সভাপতিত্বে উপজেলা অডিটোরিয়ামে এক আলোচনা সভা এবং ওয়াকাথন অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার পলাশ মণ্ডল। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী প্রকৌশলী খালিদ হাসান এবং মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি ওমর ফারুক প্রিন্স।

মুজিবনগর উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার হাসনাইন জাহিদের সঞ্চালনায় এসময় সাধারণ সম্পাদক হাসান মোস্তাফিজুর রহমান এবং অন্যান্য কর্মকর্তা ও সমাজসেবা অফিসের উপকারভোগীরাও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে উপজেলা নির্বাহী অফিসার পলাশ মণ্ডলের নেতৃত্বে উপজেলা পরিষদ প্রাঙ্গণ থেকে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি বের হয়, যা পুরো এলাকায় উৎসবমুখর পরিবেশ সৃষ্টি করে।

মেহেরপুরে জাতীয় সমাজসেবা দিবস উদযাপন

জাতীয় সমাজসেবা দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরে বর্ণাঢ্য র্যালি ও মুক্ত আলোচনার আয়োজন করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (২ জানুয়ারি) সকাল ১০টায় মেহেরপুর কলেজ মোড় থেকে র্যালিটি শুরু হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে এসে শেষ হয়। এবারের দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল

“নেই পাশে কেউ যার, সমাজসেবা আছে তার”।

র্যালি শেষে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে “কল্যাণ রাষ্ট্র গঠনে সমাজসেবার ভূমিকা ও নতুন প্রজন্মের প্রত্যাশা” শীর্ষক মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন মেহেরপুর জেলা প্রশাসন ও সমাজসেবা কার্যালয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন মেহেরপুর জেলা সমাজসেবার উপপরিচালক আশাদুল ইসলাম। প্রধান অতিথি ছিলেন মেহেরপুর জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার মাকসুদা আক্তার খানম, সিভিল সার্জন ডা. মহী উদ্দিন আহম্মেদ, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) তরিকুল ইসলাম, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার খাইরুল ইসলাম, মেহেরপুর সদর উপজেলা স্বাস্থ্য পরিবার ও পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আঞ্জুমান আরা।

এছাড়াও এসময় সমাজসেবা অফিসার কাজী মোহাম্মদ আবুল মনসুর,ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপপরিচালক এ জে এম সিরাজুম মূনীর, জেলা তথ্য অফিসার আব্দুল আল মামুন, মেহেরপুর জেলা প্রতিবন্ধী অফিসার তুলসী কুমার পাল, বীর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন (অবসরপ্রাপ্ত) আব্দুল মালেক, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন মেহেরপুর জেলার আহ্বায়ক ইমতিয়াজ আহমেদ, সদস্য সচিব মো. মুজাহিদুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।